কলকাতা হাই কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড ভি. এসআরএমবি সৃজন লিমিটেড।

2019-এর সি. আর. আর-1408, 08/12/2022 তারিখে স্থির করা হয়েছে

ফৌজদারি কার্যবিধি (1974-এর 2) , ধারা 482, ধারা 200 — অভিযোগ বাতিল করা - ভারতীয় দণ্ডবিধির অপরাধের 384, 406, 420, 467, 468, 120B, 34 ধারার অধীনে - অভিযুক্ত কোম্পানি এবং তার পরিচালক/কর্মচারীদের প্ররোচিত করার অভিযোগে প্রসিকিউশন অভিযোগকারী কোম্পানী গ্যাস বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তিতে প্রবেশ করতে, প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করে, এর ফলে এটির অন্যায়ভাবে ক্ষতি হয়েছে - অভিযোগকারী প্রধানত ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত অফটেক সম্পর্কিত ধারা, গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ, ব্যাংক গ্যারান্টি যা জমা করে ছিল - অভিযোগ সম্পর্কিত আলোচনা চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত শর্তাদি এবং ধারা - ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার শর্তাবলী এবং ধারা নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে - মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে - যদি ন্যূনতম গ্যারান্টিড অফটেক চুক্তির মেয়াদ, মূল্য নির্ধারণের উপর প্রভাব ফেলে আলোচনা একটি ফৌজদারি আদালতের বিচারের বিষয় হতে পারে না, যখন পক্ষগুলির চুক্তি থেকে প্রস্থান করার বিকল্প ছিল - তদুপরি, অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষী, কোন অপরাধ বার করতে ব্যর্থ হয়েছে - অভিযোগটি বাতিল করা হবে।

(12,14,15 অনুচ্ছেদ)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এআইআর 2021 এসসি 4587:এআইআর অনলাইন 2021 এসসি 779: 2021 সিআরআই এলজে 4886	পারা নং (13)
এআইআর 2019 এসসি 847:এআইআর অনলাইন 2019 এসসি 69	পারা নং (5,9)
এআইআর অনলাইন 2017 ক্যাল 54	পারা নং। (6,9)
এআইআর অনলাইন 2014 ক্যাল 33	প্যারা নং। (6)
এআইআর অনলাইন 2012 এসসি 668	পারা নং। (6)
এ. আই. আর 2011 এস.সি 20:2010 এয়ার এসসিডব্লিউ 6738	পারা নং। (6,8)
এআইআর 2006 এসসি 2780:2006 এআইআর এসসিডব্লিউ 3830	পারা নং। (5,7)
এ. আই. আর 2004 এস. সি 517:2003 এআইআর এসসিডাব্লিউ 6501 :2004 সিআরআই এলজে 598	পারা নং। (9)
এ. আই. আর 2002 এস. সি 671:2002 এআইআর এসসিডব্লিউ 286: 2002 সিআরআই এলজে 998	পারা নং। (5,6,9)
এআইআর 1999 এসসি 1216:1999 এআইআর এস. সি. ডব্লিউ 881: 1999 সিআরআই এলজে 1833	পারা নং। (6,9)
এআইআর 1998 এসসি 128:1997 এআইআর এসসিডাব্লিউ 4084	পারা নং। (12)
এআইআর 1992 এসসি 604:1992 এআইআর এসসিডাব্লিউ 237: 1992 সি আর আই এলজে 527	পারা নং। (6)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর জন্যঃ দেবাশীষ রায়, কৌশিক গুপ্ত, শ্রীমতি দেবদত্তা রায় চৌধুরী।

বিবাদীর জন্যঃ শেখর বসু, বরিষ্ঠ আইনজীবী।সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, অর্ণব দাস, শ্রীমতী পারমিতা পুরকাইত রাম, রবীন্দ্র কুমার পাঠক, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন দে।

1. **আদেশঃ-এই** দুটি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে বিষয়বস্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 384/406/420/467/468/120B/34 এর অধীন সি কেস নং CNS/124/2019 হচ্ছে অভিযোগের মামলার সাথে সম্পর্কিত, যা লার্নড মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন, 9ম আদালত, কলকাতা।

CRR 1408/2019-এ পিটিশনকারী হলেন কোম্পানির নাম, গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড এবং 2019 সালের CRR 3329-এ আবেদনকারী নং 1 কোম্পানির নির্বাহী চেয়ারম্যান, আবেদনকারী নং 2 হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও কোম্পানী, আবেদনকারী নং 3 হল কোম্পানির অ-নির্বাহী স্বাধীন পরিচালক, আবেদনকারী নং 4 হল কোম্পানির অ-নির্বাহী স্বাধীন পরিচালক, আবেদনকারী নং 5 হল কোম্পানির অ-নির্বাহী পরিচালক, আবেদনকারী নং 6 হল কোম্পানির সেক্রেটারি এবং কোম্পানির প্রধান (আইনি), পিটিশন নং 7 কোম্পানির চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার এবং পিটিশন নং 8 হল কোম্পানির ডিজিএম-মার্কেটিং।

2. উভয় পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের বিষয়বস্তু সি. কেস নং সি.এন.এস/124/2019 শিক্ষিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, 9ম আদালত, কলকাতার কাছে মুলতুবি থাকা অভিযোগটি বাতিল করার সাথে সম্পর্কিত এবং সেখানে দেওয়া আদেশগুলি।

অভিযোগের দরখাস্তে যেসব অভিযোগ/অনুরোধ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

1) এসআরএমবি সৃজন লিমিটেড (এখন থেকে 'অভিযোগকারী কোম্পানি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) রোলিং মিলের ব্যবসায় জড়িত এবং 'এসআরএমবি'-এর নাম এবং শৈলীতে বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনের স্টিল রড, বার, অ্যাঙ্গেলস, চ্যানেল ইত্যাদি তৈরি করে।সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন এসআরএমবি সৃজন প্রাইভেট লিমিটেডের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (প্রকল্প ও ক্রয়) রাজীব ঘোষ, যিনি কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বোর্ড রেজোলিউশন দ্বারা অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন।

2) গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড (এরপরে 'অভিযুক্ত সংস্থা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সিবিএম (কোল বেড মিথেন) গ্যাস সরবরাহের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক

প্রদত্ত সিবিএম গ্যাস অনুসন্ধান এবং বিতরণের ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে।অভিযুক্ত কোম্পানিটি রানীগঞ্জ (সাউথ ব্লক)-এ অবস্থিত এবং রানীগঞ্জ-আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্প এলাকায় সিবিএম গ্যাসের যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করতে জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসাবে গ্যাসের ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।নামে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোম্পানির সাথে পরিচালক বোর্ড হিসাবে যুক্ত বা কোম্পানির ব্যবসার দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য দায়ী এবং অপরাধের সাথে জড়িত।

3) অভিযুক্ত কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা 2010 সালের ফেব্রুয়ারিতে বা তার কাছাকাছি সময়ে অভিযোগকারী সংস্থার নিবন্ধিত অফিসে যোগাযোগ করে তাদের অনুরোধ করেন যে তাদের চুল্লি জ্বালানী কয়লা গ্যাসীকরণ প্রক্রিয়া থেকে কোল বেড মিথেন গ্যাসে স্থানান্তরিত করার জন্য 2011 সালের এপ্রিল মাসে অভিযোগকারী সংস্থাটি প্রচলিত জ্বালানি থেকে সিবিএম গ্যাসে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী 'গ্যাস বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি' নামে খসড়া বিন্যাস চুক্তিটি অভিযোগকারী সংস্থার কাছে তার পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়।ই-মেইলের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি খসড়া বিনিময়ের পর অবশেষে 25 বছরের জন্য দুটি অভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং কোল বেড মিথেন গ্যাসের প্রথম নির্ধারিত মূল্য 11.05.2012 তারিখ পর্যন্ত বৈধ ছিল, যা পরে সংশোধন সাপেক্ষে।উক্ত চুক্তিটি উভয় পক্ষের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল যেখানে অভিযুক্ত সংস্থার পক্ষে মিঃ সুরিয়ানারায়ণন, মিঃ মনিক পারমার এবং মিঃ শ্রীধর বিশ্বনাথ স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

4) 11ই মে, 2011 তারিখের চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য যা অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

(a) মূল্য সহ শর্তাবলীর সংশোধন সাপেক্ষে এই চুক্তি পঁচিশ (25) বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পর্যালোচনার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং নির্দিষ্ট মূল্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে গ্যাসের মূল্য সহ উক্ত চুক্তির শর্তাবলী সংশোধন করতে পারে।অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্যাসের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ বিবেচনা করবেন এবং এই ধরনের বর্ধিত চুক্তির জন্য নতুন শর্তাদি দিতে পারেন।

(b) সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখ থেকে সিবিএম গ্যাসের সর্বনিম্ন মূল্য হবে এসসিএম প্রতি 15.58 টাকা। এই মূল্য প্রযোজ্য হার অনুযায়ী বিক্রয় কর/ভ্যাট বাদ দিয়ে, যা উপরের মূল্যের পাশাপাশি ধার্য করা হবে।

(c) উক্ত মূল্য 11ই মে, 2012 (অর্থাৎ শুধুমাত্র এক বছর) পর্যন্ত বৈধ ছিল, সরবরাহ শুরু এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে

পঁয়তাল্লিশ দিন আগে চূড়ান্ত করা হবে এবং উপরোক্ত নির্ধারিত সময়ের বাইরে কোনও মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

(d) অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চুক্তিবদ্ধ পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করতে সক্ষম কিন্তু অভিযোগকারী যদি চুক্তিকৃত পরিমাণের চেয়ে কম গ্যাস ক্রয় করে বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সরবরাহ বন্ধ করার কারণে, তাহলে অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চুক্তিকৃত পরিমাণের ত্রৈমাসিক ন্যূনতম পরিমাণের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। ('ন্যূনতম গ্যারান্টিড অফটেক অর্থাৎ এমজিও হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)

5)অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত সংস্থাটি একটি প্রভাবশালী অবস্থানে ছিল কারণ চুক্তিতে প্রবেশের সময় অভিযোগকারীর কারখানাটি যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে সিবিএম গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং তারা অভিযোগকারী সংস্থাকে তাদের শর্তাবলী মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য তাদের অবস্থানের অপব্যবহার করেছিল যা অন্যায্য ছিল।প্রকৃতপক্ষে 11ই মে, 2011 তারিখের চুক্তিটি সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছিল এবং অবশেষে 7ই মার্চ, 2012 তারিখে যার অনুসরণে অভিযুক্ত সংস্থাটি ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত অফ টেকের জন্য বিল তোলা শুরু করে এবং যার ফলস্বরূপ অভিযোগকারী সংস্থাটি চুক্তিটি চালিয়ে যাওয়া একেবারেই অকার্যকর বলে মনে করে।এই পরিস্থিতিতে অভিযোগকারী সংস্থাটি 2014 সালের 22শে এপ্রিল তার চিঠির মাধ্যমে অভিযুক্ত সংস্থাকে ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত অফটেক ধারাটি মুকুব করার অনুরোধ জানিয়েছিল, তবে অভিযুক্ত সংস্থাটি অনৈতিকভাবে এটি প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেছিল যা অভিযোগকারী সংস্থা এবং অভিযুক্ত সংস্থার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত করেছিল।অভিযোগকারী সংস্থার আদালতে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না এবং এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত সংস্থাটি 2014 সালের 6ই জুলাই থেকে স্থায়ীভাবে অবৈধভাবে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।এরপর অভিযোগকারী সংস্থাটি 2014 সালের 7ই জুলাই একটি নোটিশ দিয়ে 2014 সালের 15ই জুলাই থেকে চুক্তিটি বাতিল করে দেয়।অভিযোগকারী কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে, দায়ের করা চুক্তির ভিত্তিতে অভিযুক্ত কোম্পানিকে Rs.1,75,80,472/- টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং Rs.93,18,728/- টাকার অন্য একটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি প্রদান করেছে।অভিযুক্ত ব্যক্তিরা 2015 সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে 2034 সালের 30শে এপ্রিল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত ন্যূনতম নিশ্চিতকরণ দাবি করে উক্ত বিরোধটি সালিশের কাছে প্রেরণ করেন।

6) অভিযোগকারী সংস্থা বিরোধ দেখা দিলে তদন্তে এসে জানতে পারে:

i) অভিযুক্ত কোম্পানিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে একটি সার্কুলার নং .480-

সিএল/ও/কোল/016/02/এমএল পিটি, তারিখ 4ঠা সেপ্টেম্বর, 2008 দ্বারা পেট্রোলিয়াম খনির ইজারা দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত ইজারা কার্যকর তারিখ থেকে 20 বছরের জন্য বৈধ ছিল অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর, 2008 থেকে 3রা সেপ্টেম্বর, 2028।অভিযুক্ত সংস্থা অভিযোগকারী সংস্থাকে প্রতারিত করার জন্য অননুমোদিতভাবে সরকারী বিজ্ঞপ্তি তার নিজস্ব শর্তে সংশোধন করে এবং প্রকাশ করে যে উক্ত লাইসেন্সটি অতিরিক্ত 10 বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে যা অসত্য, মিথ্যা এবং তুচ্ছ ছিল।অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তদনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে খনির ইজারা চুক্তিতে প্রবেশ করে এবং উক্ত চুক্তিটি 5ই জুন, 2014-এ স্বাক্ষরিত হয় যা 4 সেপ্টেম্বর, 2008 থেকে কার্যকর 20 বছরের জন্য বৈধ।

ii) অভিযুক্ত সংস্থাটি খারাপ অভিপ্রায় নিয়ে অভিযোগকারী সংস্থাটিকে প্ররোচিত করে অননুমোদিত প্রকাশনা প্রদর্শন করে অভিযোগকারী সংস্থাটিকে প্রতারিত করার জন্য তার নিজস্ব শর্তে সরকারী বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে যেখানে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে উক্ত লাইসেন্সটি অতিরিক্ত 10 বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে যা অসত্য, মিথ্যা এবং তুচ্ছ।

iii)অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা চার্জ করা গ্যাসের দাম এতটাই অবৈধ ছিল যে এটি 14ই ফেব্রুয়ারি, 2008 তারিখের চিঠিতে ভারত সরকার কর্তৃক অবহিত মূল্যের বিপরীত ছিল।অভিযুক্ত/সংস্থাটি তার দ্বারা আরোপিত হারের দ্বারা অন্যায়ভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত সিবিএম গ্যাসের মূল্যায়নের জন্য মূল্যের ভিত্তিতে/সূত্রের শর্তাবলী উপেক্ষা করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বেআইনী মুনাফা অর্জন করেছে, যা 14ই ফেব্রুয়ারী, 2008 তারিখে গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেডের সহকারী সহ-সভাপতি-আইনী এবং কোম্পানি সচিব শ্রী প্রবীণ অরোরাকে সম্বোধন করা চিঠি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

iv) ভারত সরকার এবং অভিযুক্ত কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, এটি সিবিএম গ্রাহক/ক্রেতাদের বিক্রির আগে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মূল্য অনুযায়ী গ্যাস বিক্রি করার অধিকারী এবং ভারত সরকার 14 ফেব্রুয়ারি মূল্য অনুমোদনের চিঠি জারি করেছে, 2008 যেখানে 6.79/এমএমবিটিইউ হারে বিক্রয় মূল্য ছিল অভিযুক্ত কোম্পানির গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত ও বিক্রি করা সিবিএম গ্যাসের জন্য নির্ধারিত মূল্য।অভিযোগকারী সংস্থা সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত এই বিষয়ে অবগত ছিল না এবং তাই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছিল।

v)যে টিআরআই- এর প্রশ্ন নং ডিজিএইচ/আরটিআই/72/2015-16 তারিখে 07 মার্চ, 2016 অভিযোগকারী কোম্পানির পক্ষে দায়ের করা হয়েছে, হাইড্রোকার্বনের মহাপরিচালক এর জবাব দেন, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, তার চিঠি নং O-

19024/1/2002-ওএমজি(ভি)(পিটি) তারিখ 14 ফেব্রুয়ারী, 2008 এর মাধ্যমে রানিগঞ্জ (দক্ষিণ ব্লক) এর জন্য সিবিএম গ্যাসের মূল্য হিসাবে ইউএসডি 6.79/এমএমবিটিইউ অনুমোদন করেছে ফলে এটা স্পষ্টতই স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অননুমোদিতভাবে এবং জালিয়াতি করে গ্যাসের উল্লিখিত দাম বাড়িয়েছে এবং এইভাবে অভিযোগকারী কোম্পানির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে।

7) অভিযুক্ত কোম্পানির প্রতারণামূলক কাজ সালিশি কার্যক্রম চলাকালীন অভিযোগকারী কোম্পানির নজরে আসে এবং বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর কোথা থেকে তারা জানতে পেরেছে যে অভিযুক্ত কোম্পানি 11.05.2011 তারিখের উল্লিখিত জিএসপিএ চুক্তিতে তথ্যগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে এবং কোম্পানির সাথে 20,16,05,831/- টাকা প্রতারণা করেছে, একইভাবে অপব্যবহার করে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন, প্রতারণা এবং জালিয়াতি করে উল্লিখিত নথিটি অর্থাৎ 11.05.2011 তারিখের চুক্তিটি আসল হিসাবে ব্যবহার করে।2028 সালের 3রা সেপ্টেম্বরের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযুক্তদের অনুমোদন না দেওয়ায় 2011 সালের 11ই মে জিএসপিএ চুক্তিতে বছরের সংখ্যা বাড়িয়ে 10ই মে, 2036 করা হয়, যার ফলে অভিযোগকারী সংস্থার বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়।অভিযুক্ত কোম্পানি সিবিএম গ্যাসের দামও বাড়িয়েছে, যা 11.05.2011 থেকে 11.07.2014 তারিখ সময়ের জন্য 20,16,05,831/- টাকার অন্যায়ভাবে ক্ষতির কারণ।

8)অভিযোগকারী সংস্থাটি জানিয়েছে যে 2014 সালের জুলাই থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত করেছিল এবং তারপরে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের হয়েছিল যা বিভিন্ন ফোরামে বিচারাধীন রয়েছে এবং তাই অভিযুক্ত সংস্থা/অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছিল।আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও যাচাই-বাছাইয়ের পর অভিযোগকারী সংস্থা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় নেয় কারণ তারা 14ই মার্চ, 2019-এ বউবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এবং অভিযোগ দায়েরের তারিখ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ কোনও এফআইআর নথিভুক্ত করেনি যা ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ, সেন্ট্রাল ডিভিশনকে জানানো হয়েছিল কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

9) অভিযোগকারী সংস্থাটি তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির 420/406/465/467/468/471/120B/114/34 ধারার অধীনে অপরাধের বিচার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।লার্নড এসিএমএম-2, কলিকাতা 18.04.2019 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে অভিযোগের আবেদন প্রাপ্তির পর অপরাধটি আমলে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়

এবং তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি লার্নড মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, 9ম আদালত, কলিকাতায় হস্তান্তর করে।লার্নড মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, 9ম আদালত, কলিকাতা অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করার পর এবং অভিযোগকারী সংস্থার সহ-সভাপতি অশোক কুমার আগরওয়াল ভারতীয় দণ্ডবিধির 384/406/420 467/468/120 B/34 ধারার অধীনে 31.05.2019 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে পরিষেবা ফেরত এবং উপস্থিতির জন্য 10.07.2019 নির্ধারণ করে প্রক্রিয়া জারি করেন।

অভিযুক্ত কোম্পানী এবং অভিযুক্ত কোম্পানীর ব্যবসার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা (উপরে বর্ণিত হিসাবে), এই দুটি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে এই আদালতের সামনে কার্যধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

3. কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা নথিগুলি উল্লেখ করে উভয় পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী দেবাশীষ রায় প্রাথমিকভাবে জমা দিয়েছেন যে সিআরআর 3329/2019-এ আবেদনকারী নং 3 সুশীল কুমার রুঙ্গতা, আবেদনকারী নং 5 সুন্দরেশান স্তানুনাথন এবং আবেদনকারী নং 6 অমিত শর্মা প্রাসঙ্গিক সময়ে কোম্পানির ব্যবসা এবং তার বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন না এবং 15ই জুলাই, 2017,10ই জানুয়ারি, 2015 এবং 1লা এপ্রিল, 2016 তারিখে অভিযুক্ত কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন যা অভিযোগে বর্ণিত অভিযুক্ত অপরাধের সময়কালের পরবর্তী তারিখ।সুতরাং অভিযোগের আবেদনে করা অভিযোগের গুণাগুণ না জেনে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

4. আবেদনকারী/আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বলেন যে অভিযোগটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অভিযোগকারী পক্ষগুলির মধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুসারে একটি চুক্তি করেছিলেন।এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অভিযোগের আবেদনে নেওয়া আবেদন/অভিযোগগুলি ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সামনেও সম্বোধন করা হয়েছিল, যদি মামলা নং 2014 সালের 63 তে প্রতিযোগিতা আইন, 2002-এর 19 (1) (ক) ধারার অধীনে, যা অনুসরণ করে মহা-পরিচালক একটি তদন্ত করেছিলেন, যিনি আবেদনকারীদের প্রতিযোগিতা আইন, 2002-এর 4 (1) ধারার সাথে 4 (2) (ক) (1) ধারার বিধান লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে করেছিলেন।মহাপরিচালকের উক্ত প্রতিবেদনটি কমিশনের সামনে পেশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কথা শোনার পর কমিশন অভিযোগকারীর যুক্তি খারিজ করে দেয় এবং উপরোক্ত আদেশটি দিল্লি হাইকোর্টের সামনে পেশ করা হয় এবং দিল্লি হাইকোর্ট

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের আদেশকে সমর্থন করে।ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রায়, যা দিল্লি হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল, তা পাঠ করলে বোঝা যাবে যে অভিযোগকারী এক বছর পর চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য স্বাধীন ছিলেন।মাননীয়া হাইকোর্টের মতে ন্যূনতম গ্যারান্টিড অফটেক সম্পর্কিত বিতর্কের কারণ ছিল যে অভিযোগকারী সংস্থাটি সিবিএম গ্যাস সরবরাহের জন্য ইএসএসএআর-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করে এবং তারপরে ন্যূনতম গ্যারান্টিড অফটেক সম্পর্কিত বিরোধ উত্থাপন করে যা জিএসপিএ চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন দ্বারা এটি বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত সংস্থার এই ধরনের ধারা সন্নিবেশ করার কর্তৃত্ব ছিল এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে একবার সংস্থাটি একটি কূপ খনন করলে তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে তার একটি অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ রয়েছে।আবেদনকারী দাবি করেন যে অভিযোগের আবেদনে স্বীকার করা পক্ষগুলির মধ্যে সালিশি কার্যক্রমও মুলতুবি রয়েছে এবং বিবাদের প্রকৃতি তা প্রতিফলিত করবে বিরোধের বিষয়টি ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত উত্তোলনের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে চুক্তির লঙ্ঘন রয়েছে যা চুক্তিতে উপলব্ধ একটি ধারা এবং সিবিএম গ্যাস কেনার জন্য চার্জ করা মূল্য ছিল।এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন যা অভিযোগ এবং দেওয়ানি বিরোধের ভিত্তিতে স্বীকার করা হয়েছে যে একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য অব্যাহত ছিল, কোম্পানি এবং তার কর্মকর্তাদের যারা প্রধান ব্যবসায়িক সংস্থাকে সরবরাহ করছে তাদের হয়রানির উদ্দেশ্যে ফৌজদারি কার্যধারায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।অভিযোগকারী যে এই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন যে, চুক্তির কিছু শর্তাবলী এবং সিবিএম গ্যাসের দামের কারণে তাঁদের প্রায় 1 কোটি টাকার (আনুমানিক) লোকসান হয়েছে, যা ইতিমধ্যে বিচার করা হয়েছে এবং কোনও চাঁদাবাজি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতক অপরাধমূলক লঙ্ঘনের মামলা হতে পারে না, এই সত্যের পটভূমিতে যে প্রায় 3 বছর ধরে পক্ষগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক অব্যাহত ছিল এবং অভিযোগকারী সংস্থার ব্যবসা সঙ্কুচিত হওয়ার পরেই আবেদনকারী/অভিযুক্ত সংস্থা এবং তার আধিকারিকদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য তারা তুচ্ছ বিষয় তুলে নিয়েছিল।

5. অভিযোগকারী সংস্থা/বিরোধী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শেখর বসু বলেন যে আবেদনকারী/আবেদনকারীরা তাদের বিরুদ্ধে সমন জারি হওয়ার পরপরই খুব প্রাথমিক পর্যায়ে এই আদালতের দ্বারস্থ হন এবং এই পর্যায়ে যে কোনও হস্তক্ষেপ অভিযোগকারীকে আদালতে তার প্রমাণ পেশ করতে বাধা দেবে।এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, বর্তমান মামলাটি পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া অন্যথায় প্রবর্তিত

পরোয়ানা মামলার পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা প্রতিষ্ঠার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির 244 ধারার অধীনে একটি প্রাক-চার্জ প্রমাণ রেকর্ড করতে হবে।

এই পর্যায়ে যে কোনও হস্তক্ষেপ, তাই, অভিযোগকারীর অধিকার কেড়ে নেবে, এই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ উকিল কমল শিবাজী পোকারনেকর-বনাম-মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলার 5,6 এবং 9 অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিলেন যা (2019) 14 এস. সি. সি 350: (এ. আই. আর 2019 এস. সি 847)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"5। ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার আহ্বান কেবল সেই ক্ষেত্রেই করা হয় যেখানে অভিযোগটি কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না, বা তুচ্ছ, বিরক্তিকর বা নিপীড়নমূলক হয়।অভিযোগপত্রে বর্ণিত অভিযোগগুলি যদি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত অপরাধ না হয়, তা হলে হাইকোর্ট তা বাতিল করতে পারে।মামলাটি দোষী সাব্যস্ত হবে নাকি খালাস হবে তা খুঁজে বের করার জন্য বিচারের আগে মামলার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই।যদি অভিযোগটি পড়ে এবং তাতে থাকা অভিযোগগুলি বিবেচনা করে, শপথের ভিত্তিতে দেওয়া বিবৃতির আলোকে যে অপরাধের উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনও যৌক্তিকতা থাকবে না [কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম দেবেন্দ্রপ্পা, (2002) 3 এসসিসি 89:2002 এসসিসি (সিআরআই) 539: (এআইআর 2002 এসসি 671)]।

6. উপলব্ধ তথ্য/দিকগুলি যা বিচারের সময় প্রতিষ্ঠিত হলে অভিযুক্ত পক্ষের খালাস হতে পারে, এগুলো অভিযোগ বাতিল করার ভিত্তি নয়।সেই পর্যায়ে, একমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল অভিযোগের বিবরণে ফৌজদারি অপরাধের উপাদানগুলি উল্লেখ করা হয়েছে কি না [ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন]। বনাম এনইপিসি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, (2006) 6 এসসিসি 736: (2006) 3 এসসিসি (সিআরআই) 188: (এআইআর 2006 এসসি 2780)]।

9. প্রবীণ কৌঁসুলির বক্তব্য শোনার পর এবং নথিভুক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখার পর, আমাদের বিবেচনাধীন অভিমত হল যে, উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদীগন সমন জারি করে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা উচিত ছিল না।অভিযোগের পর্যবেক্ষণে প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পায়, যে অপরাধগুলি প্রতিবাদীগন বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।উক্ত অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় বিচারের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।প্রক্রিয়া জারি করার প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে করা যুক্তিতর্কের গুণাগুণের মধ্যে প্রবেশ করে কার্যধারা দমন করা আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয়।ফৌজদারি অভিযোগগুলি কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না যে তাতে করা

অভিযোগগুলি দেওয়ানী প্রকৃতির বলে মনে হয়।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলি যদি অভিযোগে প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়, তবে ফৌজদারি কার্যধারায় বাধা দেওয়া হবে না।

6. কর্ণাটক রাজ্য - বনাম - এম দেবেন্দ্রপ্পা মামলা যা রিপোর্ট হয়েছে (2002) 3 SCC 89 : (AIR **2002 SC 671) তার** ওপর নির্ভর করে এটি বলা হয়েছিল যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 482 এর অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রকৃতির ব্যতিক্রম এবং নিয়ম নয়, যেমন একটি মামলার মধ্যে পার্থক্যটি মনে রাখা উচিত যেখানে কোনও আইনি প্রমাণ নেই বা যেখানে এমন প্রমাণ রয়েছে যা অভিযোগের সাথে স্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং একটি মামলা যেখানে আইনি প্রমাণ রয়েছে যা প্রশংসার ভিত্তিতে অভিযোগকে সমর্থন করতে পারে বা নাও পারে।

উল্লেখিত রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করে বিরোধী পক্ষ দাবি করে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 482 কখনই অভিযুক্তকে একটি প্রসিকিউশনকে শর্ট-সার্কিট এবং তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটানোর জন্য হস্তান্তরিত একটি উপকরণ হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না।

অভিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত রায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন হরিয়ানা রাজ্যে - বনাম ভজন লাল মামলা যা 1992 এস এউ পি পি (1) এস. সি. সি 335 : (এ. আই. আর1992 SC 604) এ রিপোর্ট করেছে **এবং দাখিল করেছেন যে** বর্তমান মামলাটি উক্ত রায়ের 102 অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সাতটি বিভাগের মধ্যে পড়ে না।অভিযোগকারী/বিরোধী পক্ষ আরও যুক্তি দেখান যে অভিযোগের আবেদন, রাজীব ঘোষ এবং অশোক কুমার আগরওয়ালের প্রাথমিক জবানবন্দি এবং সামগ্রিকভাবে নেওয়া নথিগুলি বিচারযোগ্য অপরাধ হিসাবে প্রমাণিত হয় এবং প্রথম দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করতে রাজি হন।ভারতীয় দণ্ডবিধির 415 ধারার বিধানগুলি উল্লেখ করে এটি উপস্থাপিত হয়েছিল যে অসতভাবে তথ্য গোপন করা প্রতারণার অপরাধের সমান এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির 415 ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে " অসতভাবে তথ্য গোপন করা এই ধারার অর্থের মধ্যে একটি প্রতারণা"।ভারতীয় দণ্ডবিধির 24 ধারা উল্লেখ করে সিনিয়র আইনজীবী দাখিল করেছেন যে 'অসাধু' শব্দটিকে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির অন্যায়ভাবে লাভ বা অন্য ব্যক্তির অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কিছু করে, তাকে "অসাধুভাবে" কাজটি করতে বলা হয়েছে।এটি ভারতীয় দণ্ডবিধির উপরোক্ত সংজ্ঞা উল্লেখ করে বিতর্কিত হয়েছিল যে অভিযুক্ত কোম্পানি এবং তার

পরিচালক/কর্মচারীরা অভিযোগকারী কোম্পানিকে 25 বছরের জন্য 11.05.2011 তারিখের গ্যাস বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তিতে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করেছিল, যার অর্থ এই ধরনের চুক্তি এপ্রিল, 2034 পর্যন্ত বৈধ হবে।অভিযোগকারী সংস্থাটি এই ধরনের প্রতিনিধিত্বের উপর নির্ভর করে তার ঐতিহ্যবাহী চুল্লি জ্বালানি থেকে সিবিএম গ্যাসে স্থানান্তরিত হয় এবং অভিযুক্ত সংস্থাটি সিবিএম গ্যাস সরবরাহে একচেটিয়া অধিকার নিয়ে অন্যায় উপায় অবলম্বন করে।পরে অভিযোগকারী সংস্থার কাছে জানা যায় যে অভিযুক্ত সংস্থার 25 বছরের জন্য চুক্তি করার ক্ষমতা নেই এবং তাদের প্রসপেক্টাসে মিথ্যা দাবি ও প্রকাশ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খনির ইজারা আরও 10 বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।এই ধরনের দাবি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের পরিপন্থী এবং এই ধরনের তথ্য গোপন করে অভিযুক্ত সংস্থার অভিযোগকারী সংস্থার সঙ্গে 25 বছরের জন্য একটি চুক্তি করে অন্যায় লাভের অভিপ্রায় ছিল।অভিযোগকারী বিপরীত পক্ষ জিএসপিএ চুক্তির বিভিন্ন ধারা এবং অন্যান্য নথি উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করে অভিযুক্ত কোম্পানি 11.05.2011 তারিখের চুক্তিতে প্রবেশ করে এবং অভিযোগকারী কোম্পানির অন্যায়ভাবে ক্ষতি সাধন করে এবং যেমন ইরিডিয়াম ইন্ডিয়া টেলিকম লিমিটেড - বনাম - মটোরোলা ইনকর্পোরেটেডের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত যা রিপোর্ট করা হয়েছে (2011) 1 SCC 74 : (AIR 2011 SC 20), বর্তমান মামলার যথাযথ উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক, যেমনটি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা বলা হয়েছে "অভিযোগটি সম্পূর্ণভাবে তাতে করা অভিযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে।"কিন্তু বিষয়টি খতিয়ে দেখার বা এর সঠিকতা পরীক্ষা করার কোনও কর্তৃত্ব বা এক্তিয়ার হাইকোর্টের নেই।অভিযোগে যে অভিযোগ রয়েছে তা মুখে মুখেই মেনে নিতে হবে এবং এই পর্যায়ে আদালতের মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা বলা যাবে না। "পূর্বোক্ত রায়টিও এই হাইকোর্টের সুশীল মোহাতা এবং অন্যান্য - বনাম - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্য যা 2014 যা এসসিসি অনলাইন ক্যাল 17385 : (এআইআরঅনলাইন 2014 ক্যাল 33) রিপোর্টে নির্ভর করেছিল।অভিযোগকারী বিপরীত পক্ষ আরো দাখিল করেন

অভিযুক্ত কোম্পানির চার্জ করা গ্যাসের দাম ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং গ্যাস বিক্রয় **ও ক্রয় চুক্তিতে প্রবেশের** মাধ্যমে অভিযুক্ত কোম্পানি অতিরিক্ত বিলিং করেছে যার ফলে অভিযোগকারী কোম্পানির অন্যায়ভাবে ক্ষতি হয়েছে।প্রবীণ আইনজীবী অভিযোগের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বলেন যে অতিরিক্ত মূল্যও অভিযোগকারী

সংস্থার জন্য 20, 16,05,831/- টাকার মতো অন্যায়ভাবে ক্ষতি করেছে।রাজেশ বাজাজ - বনাম - দিল্লির এনসিটি রাজ্য মামলার উল্লেখ করে (1999) 3 এসসিসি 259 : (এআইআর 1999 SC 1216) এটা বলা হয়েছিল যে প্রতারণার একটি কারণ বের করা হয়েছে এবং এই পর্যায়ে অভিযুক্ত সংস্থার দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করা যাবে না।

অভিযোগকারী/বিপরীতপক্ষও শ্রী অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র এবং অন্যান্য - বনাম - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্য মামলায় এই মাননীয় আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিল যা 2017 এসসিসি অনলাইন ক্যাল 9198 এ রিপোর্ট করা হয়েছে : (এআইআরঅনলাইন 2017 ক্যাল 54) যেখানে এটি ্বলা হয়েছিল যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওষুধের জন্য স্ফীত বিল বাড়ানোর অভিযোগ এবং অব্যবহৃত ওষুধগুলি চিকিত্সার জন্য দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, যদি থাকে, অভিযোগকারীকে ফেরত না দেওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির 406/420 ধারার অধীনে একটি অপরাধ।অভিযোগকারীর বিপরীত পক্ষ যে আরও যুক্তি তুলে ধরেছিল তা হল যে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহীত 16.02.2017 তারিখের আদেশের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে এটি আইনের একটি নিষ্পত্তি প্রস্তাব যে কেবল একটি দেওয়ানি দাবি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে এর অর্থ এই নয় যে একটি ফৌজদারি অভিযোগ বজায় রাখা যাবে না।অমিত কাপুর -বনাম- রমেশ চন্দর মাম্লার উপর নির্ভর করা হয়েছিল যা রিপোর্ট (2012) 9 এসসিসি 460 : এআইআরঅনলাইন 2012 এসসি 668)করেছেন ।

7. উপরন্তু এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এটি আইনের একটি নিষ্পত্তি প্রস্তাব যে অভিযোগগুলি যদি একটি দেওয়ানি দাবির জন্ম দেয় এবং ফৌজদারি আইনের অধীনে একটি অপরাধের সমান হয়, কেবল একটি দেওয়ানি দাবি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে এর অর্থ এই নয় যে একটি ফৌজদারি অভিযোগ বজায় রাখা যাবে না।আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন-বনাম-এনইপিসি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যরা মামলার দিকে যা (2006) 6 এসসিসি 736 (এআইআর 2006 এসসি 2780)-এ রিপোর্ট করেছে, অনুচ্ছেদ 12 (ভি) প্রাসঙ্গিক যা নিম্নরূপঃ

12. (v) তথ্যের একটি প্রদত্ত সেট হতে পারেঃ(ক) সম্পূর্ণরূপে একটি দেওয়ানী ভুল; অথবা

(খ) সম্পূর্ণরূপে একটি ফৌজদারি অপরাধ; অথবা (গ) একটি দেওয়ানী ভুল এবং একটি ফৌজদারি অপরাধ।একটি বাণিজ্যিক লেনদেন বা চুক্তিগত বিরোধ, দেওয়ানি আইনে প্রতিকার চাওয়ার জন্য পদক্ষেপের কারণ উপস্থাপন করা ছাড়াও, একটি ফৌজদারি

অপরাধের সাথে জড়িত হতে পারে।যেহেতু দেওয়ানি কার্যধারার প্রকৃতি ও পরিধি ফৌজদারি কার্যধারার থেকে আলাদা, ওই অভিযোগটি বাণিজ্যিক লেনদেন বা চুক্তি লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত, যার জন্য দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া যায় বা নেওয়া হয়েছে, এবং নিজেই ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ভিত্তি নয়।পরীক্ষা হল অভিযোগপত্রের অভিযোগগুলি ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কিনা।

৪. অভিযোগকারী/বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক রায়ের জবাবে আইনজীবী দেবাশীষ রায় বলেন যে, ইরিডিয়াম ইন্ডিয়া টেলিকম লিমিটেড (2011) 1 এস. সি. সি. 74: (এ. আই. আর. 2011 এস. সি. 20) (উপরে **উল্লিখিত)-তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল** যে, অভিযোগকারী কোম্পানিকে একটি প্রবেশদ্বার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১২৬ কোটি টাকা দিতে প্ররোচিত করা হয়েছিল, যখন অভিযুক্ত সংস্থা জ্ঞাত ছিল যে এই ধরনের কোনও প্রবেশদ্বারের প্রয়োজন নেই এবং একটি প্রবেশদ্বার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ জালিয়াতি ছিল যা সিস্টেমে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য অসৎভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

এই ধরনের তথ্য অভিযুক্ত সংস্থা অভিযোগকারী সংস্থার কাছ থেকে গোপন রেখেছিল এবং এটি প্রতারণার সমান।তাত্ক্ষণিক মামলায় তাঁর মতে, ভারত সরকারের সঙ্গে 31শে মে, 2011 তারিখের চুক্তি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে 5ই জুন, 2014 তারিখের চুক্তি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আবেদনকারী সংস্থার কাছে 25 বছরের জন্য ইজারা ছিল এবং আরও 5 বছরের জন্য সম্প্রসারণের বিকল্প ছিল।

9. শ্রী অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র এবং অন্যান্য 2017 এসসিসি অনলাইন ক্যাল 9198 : (এআইআরওনলাইন 2017 ক্যাল 54) (সুপ্রা) অভিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে উল্লিখিত মামলার ঘটনাগুলি একটি নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের সাথে 2,08,424/- টাকার বিল উত্থাপনের সাথে সম্পর্কিত যা অভিযোগকারী/বিপক্ষ দলের নং 2 এর স্ত্রীর চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের দাম ছিল যা নগদ মেমো এবং ভাউচারগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল।

তবে নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত ট্রিটমেন্ট-শীট থেকে এমনটাই জানা গেছে যে রোগীকে দেওয়া ওষুধের তালিকা ছিল প্রায় 1,09,800/- টাকা এবং এইভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওষুধের খরচ হিসাবে 98,624/- টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে।অব্যবহৃত ওষুধগুলি অভিযোগকারীকে ফেরত দেওয়া হয়নি বা কোনও টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি।

তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণার একটি প্রাথমিক মামলা দায়ের করা হয়েছে

বলে মনে করা হয়।কর্ণাটক রাজ্য - বনাম - এম দেবেন্দ্রপা এবং অন্যান্য (পূর্বোক্ত) এবং এম.পি রাজ্য - বনাম - অবধ কিশোর গুপ্ত অন্যান্যরা যা রিপোর্ট হয়েছে (2004) 1 এসসিসি 691 : (এআইআর 2004 এসসি 517), মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে মামলাগুলি পুলিশ তদন্তের সাথে সম্পর্কিত যেখানে **হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের** বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।সিদ্ধান্তের জবাব দিতে অভিযোগকারী/বিপক্ষ দলের দ্বারা কমল শিবাজি পোকারনেকার - বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য মামলা, যা (2019) 14 এসসিসি 350 : (এআইআর 2019 এসসি 847) এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এর ওপর নির্ভর করে এটি দাখিল করা হয়েছিল যে আবেদনকারীরা কখনই দাবি করেননি যে উপরে উল্লিখিত বিরোধটি নাগরিক প্রকৃতির এবং এইভাবে প্রক্রিয়াটি **স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করা উচিত।এটি** দাখিল করা হয়েছিল যে তাত্ক্ষণিক মামলায় বিরোধের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত হয় এবং অভিযোগকারীর অভিযোগ অনুযায়ী অপরাধের কোনও উপাদান নেই।রাজেশ বাজাজ (1999) 3 এস. সি. সি. 259: (এ. আই. আর. 1999 এস. সি. 1216) (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আলাদা করে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই মামলাটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল এবং তদন্তের পর্যায়ে উল্লিখিত এফআইআর বাতিল করা হয়েছিল বলে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করেছিল।সবশেষে বলা হয় যে, অভিযোগের আবেদনে **অপরাধের উপাদানের অভাব থাকায়,** দুই সাক্ষীর প্রাথমিক জবানবন্দি এবং সেইসাথে অভিযোগকারীর দ্বারা নির্ভরযোগ্য নথিগুলির উপর সি. কেস নং সিএনএস/124/2019 সংক্রান্ত কার্যধারা বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, 9ম আদালত, কলকাতার কাছে মুলতুবি থাকা উচিত।

10. অভিযোগকারী সংস্থা এবং অভিযুক্ত সংস্থার মধ্যে বিরোধ একটি চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয় যা 2011 সালের মে মাসে বা তার কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছিল এবং 2014 সালের জুলাই মাসে বা তার কাছাকাছি সময়ে স্থগিত/সমাপ্ত হয়েছিল।এই সময়কালে সিবিএম গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত ছিল এবং পক্ষগুলি সরবরাহ ও লেনদেন সম্পর্কিত তাদের যোগাযোগ বিনিময় করেছিল।অভিযোগকারী সংস্থার অভিযোগ থেকে জানা যায় যে, অভিযোগকারী সংস্থার কারখানা অবস্থিত এলাকায় সিবিএম গ্যাস সরবরাহে অভিযুক্ত সংস্থার একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং অভিযুক্ত সংস্থাটি তার প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহার করে শর্তাবলীতে সম্মত হয় যা অভিযোগকারী সংস্থার মতে অন্যায্য ছিল।অভিযুক্ত কোম্পানি দ্বারা প্রবর্তিত ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত অফটেক সম্পর্কিত ধারাটি

অভিযোগকারী সংস্থার ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে কারণ তারা দেখেছিল যে এই মেয়াদে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া অকার্যকর হয়ে উঠছে।অভিযোগকারী সংস্থাটি 2রা এপ্রিল, 2014 তারিখের আদেশে অভিযুক্ত সংস্থাটিকে এমজিও ধারাটি ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল, অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত সংস্থাটি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সাপেক্ষে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে অনৈতিকভাবে এমজিও ধারাটি প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেছিল যা তাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত করেছিল।আরও অভিযোগ করা হয় যে, এই নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে বিতর্ক ও মতপার্থক্য এতটাই বেড়েছিল যে, অভিযোগকারী সংস্থাটিকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল এবং এই ধরনের বিচারাধীন কার্যধারার সময় অভিযুক্ত সংস্থা 2014 সালের 6ই জুলাই থেকে স্থায়ীভাবে গ্যাস সরবরাহ স্থগিত করে দেয়।ফলস্বরূপ, অভিযোগকারী সংস্থাটি 7ই জুলাই, 2014 তারিখের নোটিশের মাধ্যমে 15ই জুলাই, 2014 থেকে চুক্তিটি বাতিল করে।এইভাবে দায়ের করা অভিযোগের আবেদনে অন্যান্য যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে তা হল চুক্তির অন্যায্য শর্তাবলীর কারণে অভিযোগকারী সংস্থাকে 1, 75,80,472/- টাকার প্রাথমিক ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং পরবর্তীকালে 93, 18,728/- টাকার মতো আরেকটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা দিতে হয়েছিল।উপরন্তু অভিযুক্ত কোম্পানি যে মূল্য ধার্য করেছে তা ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের আওতার বাইরে ছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।অভিযোগকারী সংস্থা সেই মেয়াদ/সময়কালকেও চ্যালেঞ্জ করেছে যার জন্য অভিযুক্ত সংস্থা অভিযোগকারী সংস্থাকে চুক্তি বা ইজারা দিতে বাধ্য করেছিল যা অভিযুক্ত সংস্থাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ইজারা সময়ের বাইরে ছিল।অবশেষে অভিযোগকারী সংস্থাটি অভিযোগ করে যে জিএসপিএ চুক্তি এবং এতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলীর কারণে যা একটি খারাপ উদ্দেশ্য এবং ভুল উপস্থাপনায় পূর্ণ ছিল, অভিযোগকারী সংস্থা 20,16,05,831-টাকার মতো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

11. অভিযোগের আবেদনে করা অভিযোগের প্রকৃতি একচেটিয়াভাবে জিএসপিএ চুক্তি, এতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী এবং ধারার ভিত্তিতে।অভিযোগকারীর অভিযোগ ন্যূনতম নিশ্চয়তা প্রাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যা জিএসপিএ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তগুলির মধ্যে একটি।গ্যাসের মূল্য, ব্যাংক গ্যারান্টি যা দেওয়া হয়েছিল এবংঅভিযোগকারীর প্রত্যাশা যে এই ধরনের ধারা এবং মূল্যের অন্তর্ভুক্তির কারণে,যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ 20,16,05,831 টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

12. বর্তমানটি কোনও বিতর্ক নয় যে গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত সংস্থাটি চুক্তি ও অর্থ প্রদান সম্পর্কিত সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা করার পরে

কোনও গ্যাস সরবরাহ করেনি বা প্রতিশ্রুতি ব্যর্থতার জন্য যা অভিযোগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।এমনকি যদি অভিযোগের আবেদনে উত্থাপিত অভিযোগ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার প্রাথমিক প্রমাণগুলিকে সঠিক বলে বিবেচনা করা হয় তবে অভিযোগের আবেদনে যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট তা হল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী এবং ধারা সম্পর্কিত আলোচনা। .

একটি ব্যবসায়িক সংস্থার তার শর্তাবলী এবং ধারাগুলি নির্ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে যার ভিত্তিতে এটি তার ব্যবসা চালিয়ে যাবে।অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হলে এবং কোনও নিয়মের লঙ্ঘন হলে, এই ধরনের মূল্য নির্ধারণের জন্য দায়ী বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা উচিত ছিল এবং তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার পরে কোনও পক্ষের চুক্তির পরবর্তী আবেদন হতে পারে না।যতদূর পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বা সময়কালের অভিযোগের বিষয়টি সম্পর্কিত, অভিযুক্তের অভিযোগ করার জন্য সময়সীমা পৌঁছায়নি এবং যদি ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত অফটেক চুক্তির মেয়াদে প্রভাব ফেলে থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের আলোচনা ফৌজদারি আদালতের দ্বারা বিচারের বিষয় হতে পারে না, যখন পক্ষগুলির চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার বিকল্প ছিল।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পেপসি ফুডস লিমিটেড-বনাম-বিশেষ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মামলায় যা (1998) 5 এসসিসি 749: (এ. আই. আর. 1998 এসসি. 128)-এ **রিপোর্ট করা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ** করেছে যেঃ

"28। ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়।ফৌজদারি আইন অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে চালু করা যাবে না।এমন নয় যে ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগকারীকে তার অভিযোগের সমর্থনে মাত্র দু 'জন সাক্ষী আনতে হবে।অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন।অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং এর সমর্থনে মৌখিক ও ডকুমেন্টারি উভয় প্রমাণই এবং অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের কাছে অভিযোগ ফিরিয়ে আনতে সফল হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে কি না, তাঁকে পরীক্ষা করতে হবে।এমন নয় যে, অভিযুক্তদের তলব করার আগে প্রাথমিক প্রমাণ নথিভুক্ত করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট নীরব দর্শক হয়ে থাকেন।ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে এবং এমনকি নিজেই অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে উত্তর পেতে প্রশ্ন করতে পারেন যাতে অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথা খুঁজে বের করা যায় এবং তারপরে পরীক্ষা করতে হবে যে কোনও অপরাধ প্রাথমিকভাবে সমস্ত বা কোনও অভিযুক্ত দ্বারা

সংঘটিত হয়েছে কিনা।

13. রবীন্দ্রনাথ বাজপে - বনাম - ম্যাঙ্গালোর স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড এবং অন্যান্য 2021এসসিসি অনলাইন এসসি 806 : (এআইআর 2021 এসসি 4587) রিপোর্টে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা উক্ত নীতিটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

14. অভিযোগের আবেদনে করা সামগ্রিক অভিযোগ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার অধীনে প্রাথমিক প্রমাণ বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে ভারতীয় দণ্ডবিধির 384/406/420 467/468/120 বি/34 ধারার অধীনে কোনও অপরাধ করা হয়নি এবং লার্নড ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তার 31.05.2019 তারিখের আদেশ দ্বারা প্রক্রিয়া জারি করা হস্তক্ষেপের আদেশ হিসাবে।

15. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে অভিযোগের আবেদনটি অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীর ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 200-এর অধীনে প্রাথমিক সাক্ষ্য সহ পঠিত হয়েছে, কোন অপরাধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সি কেস নং সিএনএস/124/2019 -এর পরবর্তী সমস্ত প্রক্রিয়া কলকাতার 9ম আদালতের লার্নড মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মুলতুবি এবং সেখানে দেওয়া আদেশগুলি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে৷

তদনুসারে, 2019-এর সি. আর. আর 1408 এবং 2019-এর সি. আর. আর 3329 অনুমোদিত।বকেয়া আবেদনগুলি, যদি থাকে, ফলস্বরূপ নিষ্পত্তি করা হল।
অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, এর মাধ্যমে পরম করা হল।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে।

এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আবেদন মঞ্জুর হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।